1 ভূমিকা
(Introduction)

1.1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা (Definition of Economic Development) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে অধ্যাপক Meier এবং Baldwin অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকখানি সন্তোষজনক। সংজ্ঞাটি বেশ সহজ ও সরল। অধ্যাপক Meier এবং Baldwin-এর মতে, **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায়** (Economic development is a process through which the per capita real national income of a country increases over a long period of time)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে **অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ল একটি প্রক্রিয়া। এর অর্থ হ'ল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তি একে অপরের সহিত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। এই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করে, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ফলশ্রুতি ঘটে সেটি হল মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। আমরা জানি যে, কোনো দেশের প্রকৃত আয়কে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে গেলে এই মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে হবে। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়তে হলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে বা জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যার সঙ্গে সমান হারে বাড়ে তাহলে মাথাপিছু আয় কমবে অথবা একই থাকবে। তখন তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হওয়া প্রয়োজন। তবেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে টাকার অঙ্কে মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে, কিন্তু মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে না। তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রয়োজন দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

চতুর্থত, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ঘটলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। বাণিজ্য চক্রের ফলে স্বল্পকালে মাথাপিছু আয় বাড়তে বা কমতে পারে। এখন, যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় গড়ের উপর বেড়েছে বা দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি প্রবণতা বা গতিধারা (trend) রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে, কিন্তু দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির কোন প্রবণতা বা গতিধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না বলেই ধরতে হবে। আর একটি কারণেও মাথাপিছু আয়ের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মাথাপিছু প্রকৃত আয় দীর্ঘকালব্যাপী

বৃদ্ধি পায়। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে যদি দীর্ঘকালব্যাপী বাড়তে হয় তাহলে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া হতে হবে। দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, মূলধন গঠন, কৃৎকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, জনসাধারণের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব। আর এই সমস্ত পরিবর্তনই একাধারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ও ফল।

অবশ্য মায়ার ও বলড্উইনের সংজ্ঞার মধ্যেও কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। **প্রথমত,** এই সংজ্ঞায় জনসাধারণের আয় বণ্টনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। যদি দেশের কেবলমাত্র ধনীদের আয় বাড়ে এবং গরীবদের আয় কমে বা স্থির থাকে বা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু পাশাপাশি আয়বণ্টনের বৈষম্যও বাড়বে। সেক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। সুতরাং, যদি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনও ঘটতে হবে। এর অর্থ হল, জাতীয় আয়ের বেশি অংশ মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্র থেকে আসতে হবে এবং জনসংখ্যার বেশি অংশ এই দুই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে হবে। যদি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ে কিন্তু দেশের উৎপাদন কাঠামো (output structure) এবং পেশাগত কাঠামোর (occupation structure) কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে মোট এবং আনুপাতিক হিসাবে দেশের দরিদ্র জনসংখ্যা কমে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।**

1.2. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক (Indicators of Economic Development) :

আমরা বলেছি যে, সাধারণভাবে **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।** এই সংজ্ঞা থেকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পেতে পারি। **প্রথমত,** অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা হবে। এর অর্থ হল, প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। **তৃতীয়ত,** 'প্রকৃত' আয় বৃদ্ধি ঘটতে হবে, 'আর্থিক' আয় নয়। **চতুর্থত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে। **পঞ্চমত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে কিনা তা দেখা হয়, তাই মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। কিন্তু এই সূচকেরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক নির্দেশ করেছেন। সাধারণভাবে, **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত চারটি সূচকের কথা বলা হয়। এই চারটি সূচক হ'ল : মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার বাস্তব মানের সূচক, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব উন্নয়ন সূচক।** আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই **চারটি সূচক** নিয়ে একে একে আলোচনা করবো।

A. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্দেশক হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। অন্যান্য বিষয় সমান বা

অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর উচ্চ এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় $= \frac{\text{মোট প্রকৃত জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$ ।

প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y = \frac{Y}{P}$. এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় (y) বাড়তে পারে যদি মোট জাতীয় আয় (Y) দেশের মোট জনসংখ্যা (P) অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে। এটি খুব সহজেই দেখানো যায়। $y = \frac{Y}{P}$ এই সমীকরণের উভয় পক্ষে log নিয়ে পাই, $\log y = \log Y - \log P$. উভয়পক্ষকে সময়ের (t) সাপেক্ষে অবকলন করে পাই, $\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} = \frac{1}{Y}\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\frac{dP}{dt}$

অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার = প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। সুতরাং, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হতে গেলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়বে। সুতরাং, মাথাপিছু আয় সূচক অনুযায়ী, যদি কোনো দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক সবচেয়ে জনপ্রিয়। কয়েকটি কারণে এই সূচককে পছন্দ করা হয়। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান হলে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, দেশটির উন্নতি ঘটছে। একথা অনস্বীকার্য যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। কিন্তু এই গড় ক্রমাগত বাড়লে তা নির্দেশ করে যে, মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের প্রাপ্তি বাড়ছে। **দ্বিতীয়ত**, অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে মাথাপিছু আয় সূচক সবচেয়ে উপযোগী। কেননা এই সূচকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। **তৃতীয়ত**, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর তুলনা করতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের কৃতিত্ব তুলনা করতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক বিশেষ উপযোগী। যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু 'প্রকৃত' জাতীয় আয় বাড়লে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়—'আর্থিক' আয় নয়। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দামস্তর বাড়ে, তাহলে আর্থিক আয় বাড়বে, প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়বে না। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে না। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। আবার, যদি প্রকৃত জাতীয় আয় কমে এবং জনসংখ্যা যদি বেশি হারে কমে, তাহলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লেই দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে তা বলা যায় না। এজন্য কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ (যেমন, কুজনেৎস্) মোট প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয়কে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরলে অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্ত (odd conclusions) বেরিয়ে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় সুইডেনের জাতীয় আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। তাহলে ভারতকে সুইডেন অপেক্ষা উন্নততর বলতে হয়। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, সুইডেন ভারত অপেক্ষা বেশি উন্নত কারণ সুইডেনের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ভারতের চেয়ে বেশি এবং সুইডেনের জীবনযাত্রার মান উন্নততর। আবার, কোনো দরিদ্র দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধনী দেশ অপেক্ষা বেশি হতে পারে। দরিদ্র দেশের প্রাথমিক মোট আয় কম হওয়ার দরুন এটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয়কে বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে উন্নয়নের সূচক বলে ধরলে আমাদের

দরিদ্র দেশটিকে উন্নততর বলতে হয়। সেটি ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার আমাদের সঠিক চিত্র দিতে পারে। তাই জাতীয় আয় অপেক্ষা মাথাপিছু আয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভালো সূচক।

অবশ্য মাথাপিছু আয় সূচকেরও কতকগুলো অসুবিধা আছে। **প্রথমত,** মাথাপিছু আয় গড় হিসাব মাত্র। আমরা আগেই বলেছি যে, জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে না। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আয়বণ্টনকে ধরা হয় না। যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় কমে এবং অল্প কয়েকজনের আয় বাড়ে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবে না। **তৃতীয়ত,** মাথাপিছু আয় বাড়লেই জীবনযাত্রার মান বাড়ে একথা সর্বদা সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর মাথাপিছু আয় আমেরিকার সমতুল্য বা তার থেকেও বেশি। কিন্তু ঐ দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার ন্যায় উন্নত নয়। **চতুর্থত,** যদি মাথাপিছু আয় একই থাকে, তাহলেও দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগান দিলে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, জনস্বাস্থ্য পরিসেবা, নিরাপদ পানীয় জল প্রভৃতির যোগান বাড়লে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। **পঞ্চমত,** যদি জাতীয় আয় বাড়ে এবং যদি জনসংখ্যা স্থির থাকে অথবা আয় অপেক্ষা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু, ধরা যাক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া গেছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদ ব্যবহার করে। তাছাড়া, জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়েছে অথবা কোন শিল্পসংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন হতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়লেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বা জীবনযাত্রার মান বেড়েছে তা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়ের এসমস্ত নানা অসুবিধা থাকার জন্য অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন পরিমাপের জন্য বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। এরূপ একটি বিকল্প সূচক হ'ল জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক। আমরা এখন এই সূচকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(B) জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI (Physical Quality of Life Index) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও এই সূচকের কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য কিছু বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। তাঁরা কিছু সামাজিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধরনের সূচককে সামাজিক সূচক (social indicators) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই শ্রেণিতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত তিনটি সূচক রয়েছে, যথা, জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক (Physical Quality of Life Index) বা সংক্ষেপে PQLI, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach) এবং মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বা সংক্ষেপে HDI.

জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেন Morris D. Morris এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। তাঁদের যুক্তি হল, উন্নয়নে আয় সূচক শুধুমাত্র দ্রব্য ও সেবাকার্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। অথচ উন্নয়নের কাজই হল এই জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ বাড়ানো। এজন্যই তাঁরা জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক গঠন করেন। এটি একটি যৌথ (composite) সূচক। এই সূচকের মূলকথা হ'ল, শুধু জাতীয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেই হল না, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হওয়া দরকার। এই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বিভিন্ন সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। মরিস তিনটি সূচকের উল্লেখ বা ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হ'ল : গড় আয়ু প্রত্যাশা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। Morris এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড় নিয়ে জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেছেন।

মরিসের এই সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান কীরূপ

বেড়েছে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিকই, সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান না বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটি অর্থহীন। তবে মরিসের PQLI-এরও কিছু **সীমাবদ্ধতা** আছে। **প্রথমত**, জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য মরিস তিনটি সূচকের সরল গড় ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত বিষয়গুলো হল গড় আয়ু প্রত্যাশা, শিশুমৃত্যুর হার ও সাক্ষরতার হার, কিন্তু জীবনযাত্রার মান পরিমাপের জন্য আরও অনেক বিবেচনা করা যেতে পারে যেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, Hagen এবং United Nations পৃথকভাবে আরও কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিনা তা বিচার করতে বলেছেন। সেই বিষয়গুলি হল খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে মরিসের PQLI সূচকটি অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে ভাবা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত**, মরিসের PQLI গঠন করতে তিনটি উপসূচক বা উপাদান-সূচকের (component index or sub-index) 'সরল' গড় ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে ঐ তিনটি উপ-সূচক বা উপাদান সূচকের গুরুত্ব সমান ধরা হয়েছে। এটিও বিতর্কের ব্যাপার। জীবনধারণের মান নির্ধারণে ঐ তিনটি বিষয় সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপ-সূচকগুলির গুরুত্বশীল গড় (weighted average) বের করে সূচকটি নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন উপ-সূচককে কীরূপ গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ বা বিতর্ক থাকতে পারে। **তৃতীয়ত**, জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করা দরকার সে সম্পর্কে কোনো বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম নেই। এই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তির নিজস্ব বিচার-বিবেচনার (value judgements) উপর নির্ভর করে। সুতরাং, PQLI-এর গঠন অনেকখানিই মনোগত বা মনস্তাত্ত্বিক (subjective)।

এ সমস্ত সমস্যার জন্য এবং আলোচনা সরল রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ধারণা ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

(C) মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের তৃতীয় নির্দেশক বা সূচক হল মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি। এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের কাছে বিশেষত গরিবদের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কতটা বেড়েছে তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন Paul Streeten, Norman Hicks, Shahid Javed Burki এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। স্বল্পোন্নত দেশের গরীবদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এই তালিকায় মোটামুটি সঠিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জীবনযাত্রার মান পরিমাপের এই দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি অনুন্নত দেশের দরিদ্রদের অবস্থার প্রতি আলোকপাত করেছে। এই পদ্ধতিতে আয়বৃদ্ধিকে অবহেলা করা হয়, তা নয়। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি বা তার বণ্টনকে অবহেলা করা হয় না। তবে বর্ধিত উৎপাদন গরিবেরা পাচ্ছে কিনা এবং বর্ধিত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে গরিবদের প্রয়োজনীয় ও গরিবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী আছে কিনা তা এই পদ্ধতিতে দেখা হয়। এই পদ্ধতির মতে, জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সমন্বয় (product-mix) এমন হতে হবে যাতে দরিদ্র শ্রেণির মৌল প্রয়োজনটুকু মেটে এবং শ্রমিক নিয়োগ যেন সর্বাধিক হয়। কেননা তাহলে আয়ের বণ্টন অনেকটা সুষম হবে। আর উন্নয়নের সুবিধা কারা ভোগ করবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য হ'ল, সরকারকে গরিবদের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সরবরাহ করতে প্রণোদিত করা। উন্নয়নের সুফল যেন দরিদ্র শ্রেণির কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। সর্বনিম্ন বা একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো তারা যেন পায়, সেটা নিশ্চিত করাই এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে দেখলে এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মানবিক। তাছাড়া, উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের সাফল্য তুলনা করার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার, কোনো স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের দিকনির্দেশ করতে এবং উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি বা পন্থার যৌক্তিকতা বিচার করতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক হতে পারে।

তবে মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গিরও কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। PQLI-এর ক্ষেত্রে যে সকল সমালোচনা করা হয়, একই সমালোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো কী কী, সে সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। আবার, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব কী হবে, তা নিয়েও মতভেদ থাকবে। যেহেতু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার (value judgements) উপর, এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতৈক্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দরিদ্রদের মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরাসরি যোগান দিয়ে দারিদ্র্য দূর করতে চায়। অবশ্য মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে কোন দেশের সরকার যেন ঐ দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়টি অবহেলা না করে। তাহলে কিন্তু দীর্ঘকালে মৌল প্রয়োজনটুকু যোগান দেওয়া সরকারের কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এদিক থেকে দেখতে গেলে, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের যে আয়-সূচক রয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তা আয়-সূচকের পরিপূরক।.

(D) মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI (Human Development Index) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সামাজিক নির্দেশক হ'ল মানব উন্নয়ন সূচক বা সংক্ষেপে, HDI. 1990 সাল থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে। পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ Mahbub-ul Haq-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সূচক গঠন করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু অর্থনীতিবিদ যেমন, Hagen, Adelman, Harbison, Morris, Hicks, Streeten এবং Burki প্রমুখ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প কোনো সূচক সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে আয়-সূচক সম্পর্কে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই আয়-সূচকের উন্নততর কোনো বিকল্প সূচক কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, সেই চিন্তায় তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন। অধ্যাপক Morris D. Morris জীবনধারণের বাস্তব মান সূচকের (সংক্ষেপে PQLI) ধারণার রূপ দেন। অন্যদিকে, Streeten, Hicks এবং Burki উন্নয়ন পরিমাপের জন্য মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গির (Basic Needs Approach) ধারণা পরিপুষ্ট করেন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা এবং একজাতীয় লেখনীর ফলশ্রুতি রূপেই মানব উন্নয়ন সূচকের (Human Development Index) বা HDI-এর উদ্ভব ঘটে।

মানব উন্নয়ন সূচকে মানব উন্নয়ন বলতে মানুষের নির্বাচনের সুযোগ বা সীমা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে (human development as the process of enlarging people's choices)। যে বিষয়গুলোর নির্বাচন মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো হল ঃ দীর্ঘ ও নীরোগ জীবনযাপন, শিক্ষিত হওয়া বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া এবং জীবনযাত্রার একটা সন্তোষজনক মান ভোগ করা। এই তিনটি বিষয় যথাক্রমে তিনটি নির্দেশক বা সূচকের দ্বারা মাপা যেতে পারে, যথা, আয়ু-দৈর্ঘ্য (longevity), শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন (educational attainment) এবং জীবনযাত্রার মান। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের সংযুত বা যৌথ (composite) সূচক। এখানে আয়ু-দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় জন্মের সময় আয়ু প্রত্যাশার (life expectancy at birth) দ্বারা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন পরিমাপ করা হয় দুটি বিষয়ের দ্বারা ঃ প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষরতা (দুই-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব) এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং শেষ স্তরে শিক্ষালাভের বছর সংখ্যা (এক-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব)। আর জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা হয় মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় আয়ের (GDP) দ্বারা। এখানে আয় পরিমাপ করা হয় ডলারের অঙ্কে ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে (in terms of dollar as per purchasing power parity বা, সংক্ষেপে, PPP $)। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড়। অর্থাৎ HDI হল আয়ু-প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই HDI বা মানব উন্নয়ন

সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5-এর কম, সেই সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সূচকের মান 0.5 হতে 0.8-এর মধ্যে হলে মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে এবং সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে মানব উন্নয়ন উচ্চতর স্তরে ঘটেছে বলে ধরা হয়।

2001 সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 162 টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের HDI-এর মান এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্রম প্রকাশ করেছে। আমরা আমাদের সারণিতে নির্বাচিত কিছু দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ও তাদের অবস্থান দেখিয়েছি। 2001 সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 162 দেশের মধ্যে 48 টি দেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন শ্রেণিতে রয়েছে। এই শ্রেণিতে রয়েছে নরওয়ে, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় উন্নত দেশ, আবার, সাইপ্রাস, বারবাডোজ, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশ। মানব উন্নয়নের দিক হতে মধ্যম শ্রেণিতে রয়েছে 78 টি দেশ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেক্সিকো, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, চিন, ভারত প্রভৃতি। মানব উন্নয়নের খুব নিম্ন স্তরে আছে এমন দেশ ঐ তালিকায় রয়েছে 36টি। এই শ্রেণিভুক্ত দেশগুলো হল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল,

নির্বাচিত কিছু দেশের HDI-এর মান ও অবস্থান, 1999

দেশ	HDI-এর মান	HDI-ভিত্তিক স্থান বা ক্রম	মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP$), 1999	মাথাপিছু প্রকৃত GDP(PPP$) ভিত্তিক স্থান বা ক্রম	মাথাপিছু GDP ভিত্তিক ক্রম এবং HDI-ভিত্তিক ক্রমের পার্থক্য*
উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ					
নরওয়ে	0.939	1	28,433	3	2
কানাডা	0.936	3	26,251	6	3
U.S.A.	0.934	6	31,872	2	– 4
জাপান	0.928	9	24,898	11	2
যুক্তরাজ্য	0.923	14	22,093	19	5
মধ্য মানব উন্নয়নের দেশ					
মেক্সিকো	0.790	51	8,297	51	0
মালয়েশিয়া	0.774	56	8,209	52	– 4
ব্রাজিল	0.750	69	7,037	57	–12
শ্রীলঙ্কা	0.735	81	3,279	100	19
চিন	0.718	87	3,617	94	7
ভারত	0.571	115	2,248	115	0
নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশ					
বাংলাদেশ	0.470	132	1,483	128	– 4
ইথিওপিয়া	0.321	158	628	158	0

[* ধনাত্মক মান নির্দেশ করছে যে, দেশটির HDI ভিত্তিক ক্রম বা অবস্থান দেশটির মাথাপিছু GDP-ভিত্তিক ক্রম অপেক্ষা ভালো। এর অর্থ হল দেশটি তার উন্নয়নের সুফল দেশবাসীর কল্যাণে ব্যবহার করেছে। তেমনি ঋণাত্মক মান বিপরীত বিষয় নির্দেশ করছে।]

সূত্র ঃ ইউ. এন. ডি. পি., মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, 2001.

জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। ভারতের ক্ষেত্রে HDI-এর মান হল 0.571 এবং তার স্থান 162 টি দেশের মধ্যে 115-তম। মানব উন্নয়নের দিক হতে ভারতের চেয়ে চিন এমনকি শ্রীলঙ্কাও এগিয়ে আছে। চিনের HDI-এর মান হল 0.718 এবং এর স্থান 87-তম। আর শ্রীলঙ্কার মানব উন্নয়নসূচক হ'ল 0.735 এবং এর অবস্থান হল 81-তম।

আমরা একটি সারণিতে কিছু দেশের 1999 সালের HDI-এর মান এবং তার ভিত্তিতে ঐ দেশগুলোর অবস্থান দেখিয়েছি।

আমরা দেখছি যে, মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (Human Development Report) রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় করেছে। সেই মান অনুযায়ী দেশগুলোর আপেক্ষিক অবস্থানও (HDI Rank) নির্ণয় করা হয়েছে। আবার, মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেও দেশগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ও আয়-সূচকের ভিত্তিতে তাদের অবস্থানের তালিকা প্রস্তুত করেছে। সেই সমস্ত তালিকা বা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান এবং মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান ভিন্নরূপ। যে সমস্ত দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অবস্থানের তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অবস্থান উচ্চতর, সেই সমস্ত দেশ তাদের উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে ধরা যেতে পারে। আবার, যে সমস্ত দেশের অবস্থান মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উপরে, কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত নীচে, সেই দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের দুর্বল শ্রেণির নিকট ততটা পৌঁছে দিতে পারে নি বলে মনে করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মানব উন্নয়ন সূচক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই সূচকে মানব উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা সাধারণ মানুষের কল্যাণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে রেখেছে। মাথাপিছু আয়ের নিছক বৃদ্ধি মানব উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। মানব উন্নয়নের মূলকথা হল মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্বাচনের সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়া (a process of enlarging people's choices)। মাথাপিছু আয় বা অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের (economic well-being) বাইরেও মানুষের কিছু চাওয়ার থাকতে পারে। জ্ঞান, সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি আনন্দ ও সুখ আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে না। নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই মানুষের উন্নয়ন নির্ধারণ করে। Mahbub-ul Haq সঠিকভাবেই আমাদের সতর্কবাণী শুনিয়েছেন—"Unless societies recognise that their real wealth is their people, an excessive obsession with creating material wealth can obscure the goal of enriching human life". তিনি বলেছেন যে, আমাদের ভুললে চলবে না, মানুষই সমাজের প্রকৃত সম্পদ। তা না হলে শুধু বস্তুগত সম্পদ তৈরির অতিরিক্ত নেশা আমাদের মানব জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তোলার মহতী লক্ষ্যকে ঢেকে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সেই প্রচলিত ভ্রান্তি কাটানোর অভিমুখে HDI হল সঠিক এবং সদর্থক পদক্ষেপ।

অবশ্য HDI ধারণারও কয়েকটি **সীমাবদ্ধতা** আছে। **প্রথমত**, HDI গঠন করার জন্য যে তিনটি নির্দেশক বা উপ-সূচক ব্যবহার করা হয় সেগুলোই মানব উন্নয়নের একমাত্র নির্দেশক নয়। আরও অনেক বিষয়ই মানব উন্নয়নের মাত্রা বা স্তর নির্ধারণ করে, যেমন, শিশু মৃত্যুর হার, শিশু ও বৃদ্ধদের পুষ্টির স্তর প্রভৃতি। **দ্বিতীয়ত**, মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) গঠন করার সময় এর উপ-সূচকগুলিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মানব উন্নয়ন নির্ধারণে এই উপ-সূচকগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তাছাড়া, এই গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। গুরুত্ব দেওয়ায় সমগ্র প্রক্রিয়াটি একান্তভাবে মানসিক (subjective)। **তৃতীয়ত**, অধ্যাপক Todaro মনে করেন যে, মাথাপিছু আয় ও তার সঙ্গে কিছু সামাজিক নির্দেশক যোগ করে উন্নয়ন পরিমাপ করা মানব উন্নয়ন সূচক অপেক্ষা উন্নততর পদ্ধতি। এ মতটি অবশ্য তর্কসাপেক্ষ।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয় অপেক্ষা মানব উন্নয়ক সূচক অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। মানব উন্নয়ন সূচক নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (economic well-being) উপর জোর দেয়নি, এটি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের